171

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 MAR 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। এক্ষেত্রে দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষার আলো পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচীর কথা শোনা গেলেও এগুলির বেশিরভাগই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এসব কর্মসূচীর তেমন কোন সাফল্যই চোখে পড়ে না। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত। কোথাও জরাজীর্ণ স্কুলঘর, কোথাও বসার জায়গার সংকট, কোথাওবা শিক্ষক সংকটের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হইয়া ওঠার পরিবর্তে বরং স্কুলবিমুখ হইতেছে। প্রাথমিক স্তরেই ড্রপআউট বা স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিপুল। বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের নিদর্শন নয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, ভুরুঙ্গামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কক্ষের অভাবে ছাত্ররা খোলা আকাশের নিচে বসিয়া ক্লাস করিতে বাধ্য হইতেছে। মহেশপুর থানায় আড়াই লাখ লোকের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৬৫টি। অথচ সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতি দুই হাজার লোকের জন্য একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা। নকলা থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিভিন্ন সমস্যায় মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হইতেছে। অনুরূপ অবস্থা দেশের অন্যান্য স্থানেও বিদ্যমান। ফলে সার্বিকভাবেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। দেশে এখনো শিক্ষিতের হার নগণ্য। সরকারী হিসাবে শিক্ষার হার বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান দেখানো হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিচার করিলে তাহাও কতোখানি অগ্রগতি উহাও ভাবিয়া দেখার বিষয়। প্রতি বছর বিপুল শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়েই লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতেছে। আর্থিক সংকটই এক্ষেত্রে বড়ো কারণ। দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ছেলেমেয়েদের লেখপেড়া শিখানোর চাইতে তাহাদের আয়-উপার্জনে নিয়োজিত করাই অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। শিক্ষা জীবনের অনিশ্চয়তা, একই ক্লাসে থাকিয়া বছর নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ও তাহারা বিবেচনা করিয়া থাকে।

ফলে ঘোষিত নীতি যাহাই হউক বাস্তব অবস্থায় কখনো প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি যে তেমন কিছুই হইতেছে না তাহা বোধ করি না বলিলেই বলে। বলাবাহুল্য ইহা শিক্ষাবঞ্চিত একটি সমাজের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নেরই প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব সমস্যা দূর করিয়া শিক্ষা বিস্তারে আরো কার্যকর ও সাফল্যজনক ভূমিকা পালন করিতে না পারিলে তাহা হইবে দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা। কারণ দারিদ্র্য দূর করিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক শিক্ষাবঞ্চিত। এই অবস্থায় দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষা প্রসারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয় সে জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব সমস্যাবলী দূর না করিয়া এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকট মোচনের ব্যবস্থা ব্যতীত কেবল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলেরই আরো আন্তরিক ও উদ্যোগী হইতে হইবে। শিক্ষা প্রসারে কোন শৈথিল্যের অবকাশ নাই। আমরা আশা করি, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করিতে কর্তৃপক্ষ আরো উদ্যোগী ও তৎপর হইবেন।